এসডিজি ৬ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নসহ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) খাতকে মূলধারায় নিয়ে আসা জরুরী

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারেও ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে দৃঢ় রাজনৈতিক প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এসডিজি ৬, 'সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা' জরুরী। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) খাতকে উন্নয়ন কর্মসূচীর মূলধারায় নিয়ে আসার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থায়নসহ সাম্যতাভিত্তিক বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্ভব।

অর্থ বরাদ্দের ইতিবাচক দীর্ঘমেয়াদী ধারা

কিছু তারতম্য থাকলেও ওয়াশ খাতে অর্থ বরাদ্দের দীর্ঘমেয়াদী ধারা উর্ধ্বমুখী (চিত্র ১)। গত তিন বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতেও (এডিপি) ওয়াশ খাতে বরাদ্দ ৫% হারে স্থির রয়েছে।

চিত্র ১: ওয়াশে বরাদ্দের ধারা (বিলিয়ন টাকা)

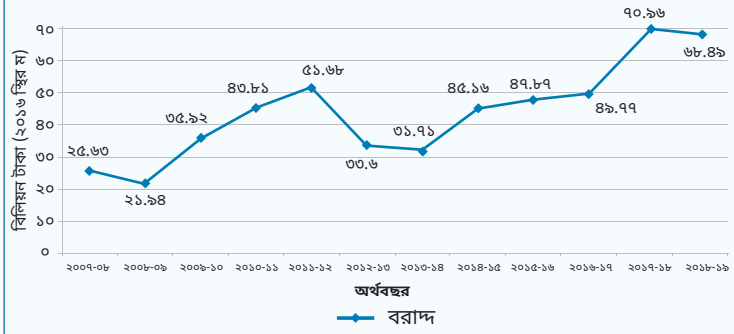

চলতি অর্থবছরে (২০১৮-১৯) ওয়াশ খাতে বরাদ্দ বেড়ে ৬৮.৪৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ৪৩.৮১ বিলিয়ন। তবে গত ৯ অর্থবছরে জিডিপি ও জাতীয় বাজেট বৃদ্ধির তুলনায় ওয়াশ খাতের আপেক্ষিক বৃদ্ধি মাত্র ৫৬.৩১%, যা তুলনামূলকভাবে কম (চিত্র ২)।

চিত্র ২: ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ বৃদ্ধির শতকরা হার

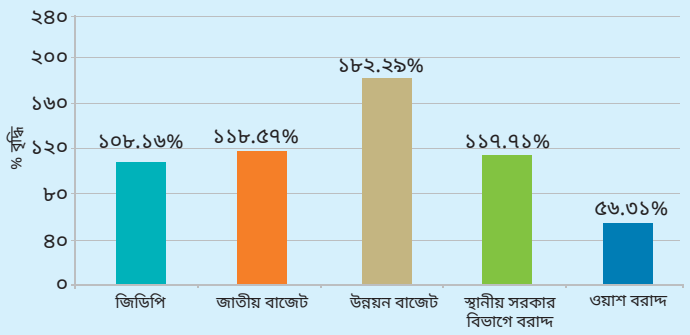

ওয়াশ বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার এখনও একটি চ্যালেঞ্জ

ওয়াশ খাতে বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ ব্যয়ের হার গত দশ বছরে বেড়েছে। তবে গত তিন বছর এই হার ছিল প্রায় ৮০%। যার অর্থ এ খাতে বরাদ্দকৃত সম্পদ আরও যথাযথভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

চিত্র ৩: ওয়াশ খাতে বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার

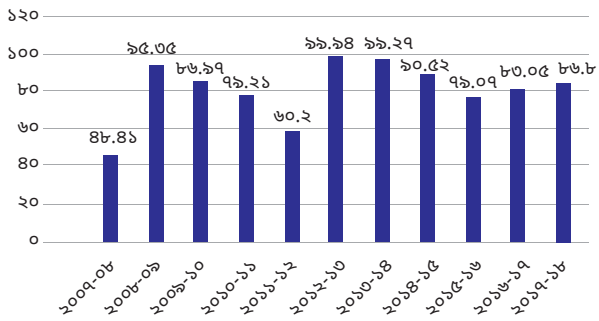

এসডিজি ৬ অর্জনে ওয়াশ খাতে অর্থায়নে ঘাটতি

সকলের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন (সেইফলি ম্যানেজড) পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই অবস্থার উত্তরণে এ খাতে অর্থায়নে আরও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ প্রণীত এসডিজি অর্থায়ন কৌশল (এসডিজিস ফাইন্যান্সিং স্ট্রাটেজি) এর প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৭-২০৩০ সময়কালে এসডিজি ৬ অর্জনে অতিরিক্ত ১,১০৭.০৯ বিলিয়ন টাকা প্রয়োজন। এসডিজি ৬ এর সূচকসমূহ অনুসারে নিরাপদ ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন (সেইফলি ম্যানেজড) সেবা নিশ্চিতকরণে তাই এই প্রাক্কলন অপ্রতুল। বর্তমান প্রাক্কলনের চেয়ে আরও বেশি পরিমাণ অর্থায়ন প্রয়োজন।

এসডিজি ৬ অগ্রগতি পরিমাপের চ্যালেঞ্জসমূহ

অর্থায়নে ঘাটতির পাশাপাশি, এসডিজি ৬ কর্তৃক নির্ধারিত সেবার মান ও সংজ্ঞাসমূহ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বোঝা ও তা অনুসরণ করার বিষয়টি এসডিজি ৬ অর্জনের আরেকটি চ্যালেঞ্জ। উদাহারণস্বরুপ, এসডিজি ৬ এর জন্য আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত জরিপ 'জয়েন্ট মনিটরিং প্রগ্রেস রিপোর্ট ২০১৭ (জেএমপি ২০১৭)' অনুসারে বাংলাদেশে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির হার মাত্র ৫৬% (সেইফলি ম্যানেজড) যা সাধারণভাবে অনুমিত ৯৭% এর চেয়ে অনেক কম। একইভাবে এসডিজি সূচক অনুসারে নিরাপদ স্যানিটেশনের (সেইফলি ম্যানেজড) ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরিবারে ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন সুবিধা থাকা প্রয়োজন যা বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং/অথবা নিরাপদ স্থানে বর্জ্য ফেলা পর্যন্ত স্যানিটেশনের পুরো প্রক্রিয়া বুঝায়। জেএমপি ২০১৭ অনুযায়ী বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৩২% নিরাপদ স্যানিটেশন

ব্যবহার করছে এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য অনুপস্থিত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসডিজি ৬ অনুযায়ী যৌথ ব্যবহার করা (শেয়ারড) ল্যাট্রিন নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নয়, এমনকি মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধার সংজ্ঞার মধ্যে শেয়ার করে ব্যবহার করা ল্যাটরিন বিবেচিত হচ্ছে না।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়গুলি সাব-সেক্টর ভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে এখনও উপেক্ষিত

চিত্র ৪: সাব সেক্টর অনুযায়ী গত তিন বছরে ওয়াশ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

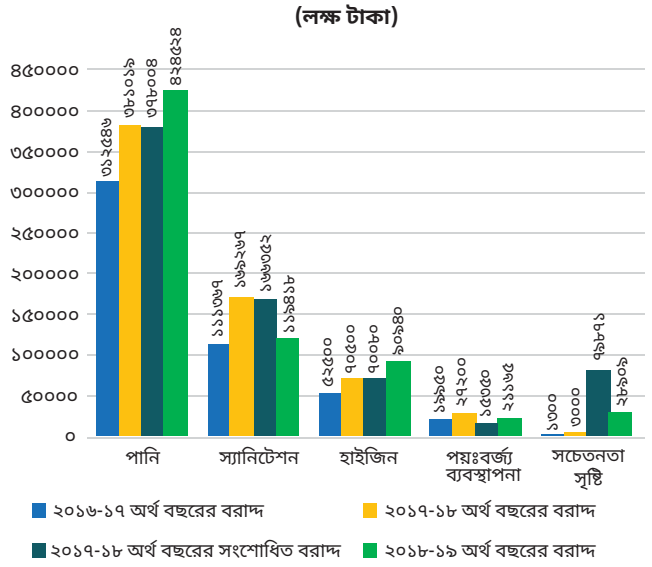

অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

গ্রামীণ ওয়াশ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) বরাদ্দ গতবছরের তুলনায় ৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে তা ৪টি ওয়াসার বরাদ্দের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। এ অবস্থা শহর ও গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক বৈষম্যেকেই নির্দেশ করে।

টেবিল ১ (লক্ষ টাকা)

প্রতিষ্ঠান	২০১৬-১৭ অর্থ বছর	সংশোধিত ২০১৭-১৮ অর্থ বছর	২০১৮-১৯ অর্থ বছর	সর্বমোট ৩ বছর
৪টি ওয়াসা	২৯৬,৩১০	৩৭৬,০২২ (১৬ -১৭ থেকে ২৭% বৃদ্ধি)	৩৩৪,২১৭ (১৭ -১৮ থেকে ১১% হ্রাস)	১,০০৬,৫৪৯
মেট্রো সিটি	৩৯,৫৬৮	১২৪,৩৫২ (১৬ -১৭ থেকে ২১৪% বৃদ্ধি)	১০৭,১৭৯ (১৭ -১৮ থেকে ১৪% হ্রাস)	২৭১,০৯৯
ডিপিএইচই (সকল গ্রামীণ ও পৌর এলাকা)	৬১,৫৭১	৭০,০৮০ (১৬ -১৭ থেকে ১৪% বৃদ্ধি)	১০৬,৮৪৭ (১৭ -১৮ থেকে ৫২% হ্রাস)	২৩৮,৪৯৮

এলাকা ভিত্তিক ব্যাপক বৈষম্য এখনও বিদ্যমান

দুর্গম এলাকাসমূহ বিশেষতঃ চরাঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা ও উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ এখনও অবহেলিত। উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির অভাব একটি চলমান সংকট। গত কয়েক বছরে চর উন্নয়নে থোক বরাদ্দ (ব্লক গ্রান্টস) দেওয়া স্বত্ত্বেও যথাযথ উদ্যোগ ও অগ্রাধিকারের অভাবে এইসব অঞ্চলে ওয়াশের মত গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দের প্রকৃত কোন ব্যবহার হয়নি (চিত্র ৫)।

চিত্র ৫: অঞ্চল ভিত্তিক ওয়াশ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

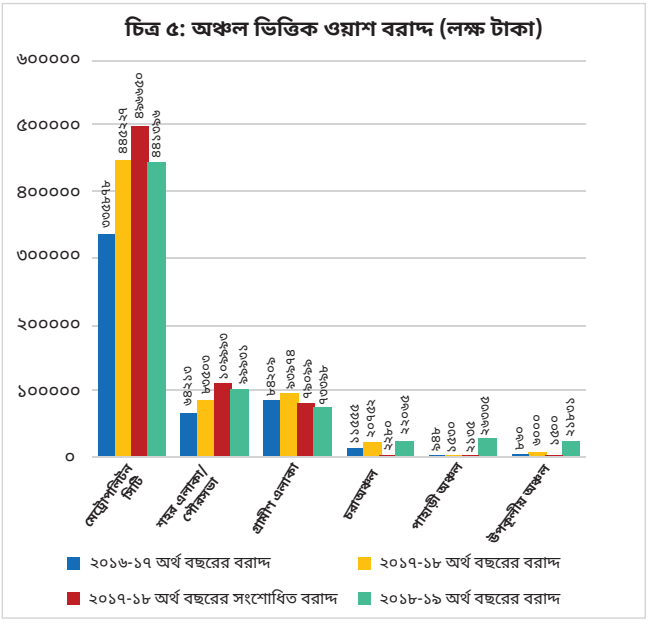

২০১৮-১৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে খুলনা, বরিশাল, গাজীপুর , রংপুর, কুমিল্লা , রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনগুলো ওয়াশ খাতে কোন বরাদ্দ পায়নি

চিত্র ৬: সিটি কর্পোরেশন সমূহে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

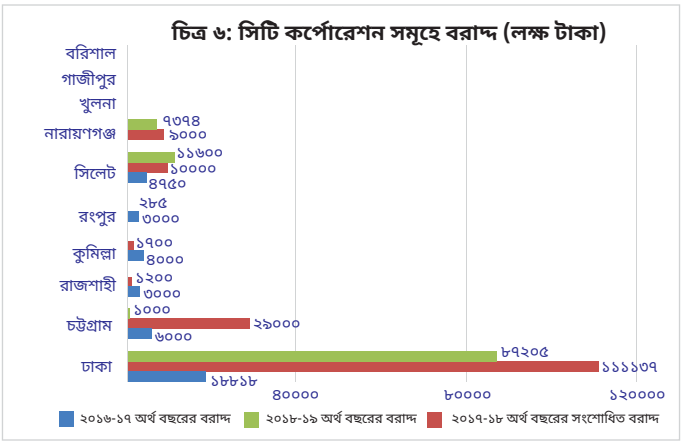

সুপারিশসমূহ এবং প্রত্যাশিত পরিবর্তন

সুপারিশসমূহ	প্রত্যাশিত পরিবর্তন
1 গ্রামীণ ও মাঝারী শহর এলাকার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে	অঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্য দূর করা
2 দুর্গম এলাকাসমূহ এবং বরাদ্দ না পাওয়া সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ দিতে হবে	
3 পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সচেতনতা সৃষ্টির মত সাব-সেক্টরাল বিষয়গুলিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে	দ্বিতীয় প্রজন্মের আসন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা
4 সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মানব সম্পদের ঘাটতি দূর করতে হবে এবং যৌথভাবে কাজ করার সংস্কৃতি জোরদার করতে হবে	বাজেটের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা
5 সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ওয়াশ পরিবীক্ষণ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে হবে	ওয়াশকে মূলধারায় আনার প্রক্রিয়া জোরদার করা
6 টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ অর্জনের চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলায় এসডিজি'র নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে	
7 এসডিজি ৬ অর্জনে ওয়াশ খাতে অর্থায়ন ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে	

The analysis report on WASH budget allocation and expenditure 2017-18 can be downloaded at: **bit.ly/FY17-18** and WASH budget allocation 2018-19 downloaded: **bit.ly/FY18-19Allocations**